সমকাল

তারিখ ... 23 SEP 2018 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২ ...

বন্ধ হচ্ছে সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সনদ বাতিলের সুপারিশ ইউজিসির

■ সাব্বির নেওয়াজ

অনুমতি দেওয়ার দুই বছরের মাথাতেই বেসরকারি 'সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউজিসি থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানো হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন যথাযথ অনুসরণে ব্যর্থ হওয়ায় ও শিক্ষার মান বজায় রাখতে না পারায় এর সাময়িক সনদ বাতিল করা হোক। কুমিল্লার কোটবাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর। কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল বৃহস্পতিবার সমকালকে বলেন, 'কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চলতি মাসে কুমিল্লায় গিয়ে সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে। তারা যা দেখতে পেয়েছেন তা চরম হতাশাজনক। এ অবস্থায় ইউজিসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করছে।

এ প্রসঙ্গে সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল মতিন খসরু বৃহস্পতিবার বিকেলে মোবাইল ফোনে সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নেই বলে ইউজিসির প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। অনেক বড় জায়গাজুড়ে পাহাড়ি এলাকার মধ্যে এর মনোরম ক্যাম্পাস রয়েছে। পাঁচতলা একটি ভবন আছে, আরও একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। নিয়মিত শিক্ষকও তাদের আছেন। উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসছেন।' অবশ্য তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করে বলেন, 'ইউজিসির প্রতিবেদনের সবটাই অমূলক নয়। তবে অনেক বিষয়ই রয়েছে।' ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

বন্ধ হচ্ছে সিসিএন বিজ্ঞান

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

যেগুলো সংশোধনযোগ্য। আমরা এগুলো ভবিষ্যতে শুধরে নেব।'

ঝটিকা সফরের অভিজ্ঞতা : ইউজিসির পরিদর্শন দলের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তারা চরম হতবাক হয়েছেন। ঝটিকা অভিযানে তারা সেখানে গিয়ে দেখেন, প্রতিষ্ঠানটি আগে সিসিএন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নামে চলছিল, এখনও সেভাবেই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার বলতে কেউ নেই। কার্যক্রম চালানো হচ্ছে জোড়াতালি দিয়ে। তাদের কাছে মনে হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এটিকে টিকিয়ে রাখার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। এ কর্মকর্তা বলেন, 'ইউজিসি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে পারে না। তাই এটির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তারা সুপারিশ করেছেন। তবে তার আগে তাদের শোকজ করা হবে।'

প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়তে বাধ্য। তা ছাড়া পাঠদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, ছাত্রছাত্রীদের পৃথক কমনরুম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকতে হবে। কিন্তু অনুমোদনের পর দুই বছর পেরোতে চললেও সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ইউজিসির পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার মতো সুপরিসর কোনো ক্লাসরুম নেই। গবেষণাগার নেই। কম্পিউটার ল্যাব নেই। এমনকি বিবিএ, আইনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকলেও সেগুলোর পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষকও নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ক্যাম্পাস নেই। পুরনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নিম্নমানের অবকাঠামো ব্যবহার করে কোনোমতে সেখানে পাঠদান চলছে। লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার ও শিক্ষার্থীদের কমনরুম এবং অন্যান্য কক্ষের জন্যও পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই।

অনুমোদনহীন শিক্ষা কার্যক্রম : তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৬(৫) অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম-সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইউজিসির অনুমোদন নেবে। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তা করা হয়নি। এমনকি চালু থাকা প্রোগ্রাম/কোর্সও আপডেট করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্সের জন্য ইউজিসি থেকে নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিধান থাকলেও এতে চালু থাকা প্রোগ্রামগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নেই। অত্যন্ত জুনিয়র পর্যায়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাবিহীন শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। খণ্ডকালীন শিক্ষকের তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই মূলত অন্য কোথাও কর্মরত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, পাঠ্যক্রম কমিটি কিছুই নেই।

আইনের ৬(৯) ধারা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে তিন কোটি টাকা ব্যাংকে এফডিআর আকারে রাখতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এফডিআর করার পক্ষে কোনো প্রমাণ ইউজিসিকে দেখাতে পারেনি। আইন অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীদের তিন শতাংশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও তিন শতাংশ প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ছাড়া পড়ার সুযোগ রয়েছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তা অনুসরণ করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কোনো গবেষণাগার নেই, নেই শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

ইউজিসির ভাষ্য : এসব প্রসঙ্গে ইউজিসি জানায়, গত বছরের ১৮ মে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে এখানে বিবিএ, এমবিএ, এলএলবি, এলএলএম, বাংলা, ইংরেজি, ম্যাথমেটিক্স ও ইকনোমিক্স প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ল্যাবরেটরি নেই। তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে তাদের পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও ইউজিসি এ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে কোর্স অনুমোদন করেনি। এ কারণে ল্যাবরেটরি দিয়ে আমরা এখন আর কী করব!' রেজিস্ট্রার জানান, এখানে বিএসসি ইন মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল, এগ্রিকালচারাল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স বিষয়ে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। এ ছাড়া এমএসসি ইন সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় খোলার অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। তবে ইউজিসি তাতে অনুমোদন দেয়নি।

এ বিষয়ে ইউজিসির এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, 'যেখানে তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষক, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি কিছুই নেই, সেখানে এসব বিষয় তারা কীভাবে পড়াবেন?'

এসব সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে রেজিস্ট্রার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে জানান, তারা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় সেভাবে শুরুই করতে পারেননি। তাই এত কিছু একসঙ্গে করার বা চালানোর সুযোগ নেই। তিনি মন্তব্য করেন, ধীরে ধীরে সব হয়ে যাবে।